REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার /০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৴১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য /০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৭ম বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৩শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩২৭ ইংরাজী 8th December 1920. { ২০শ সংখ্যা।

দর্পণ সাক্ষাতেই রমণীর সৌন্দর্য্য প্রতীয়মান হয়।

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে কেশরঞ্জন অদ্বিতীয়।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে—বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার অনুরক্ত ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অঙ্গরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শুষ্ক মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ৷৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২৷০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী-কল্যাণকর মহাষিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকারীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরূপ হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৸৵০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিগণের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এণ্ড কোংর

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নুতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ভাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন।

দেবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র নিওগী ও প্রজাপতি নামে ৪ ব্যক্তি হিলিংবাম জাল করার অপরাধে সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ কোর্টে অভিযুক্ত ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যথোচিত দণ্ডিত হইয়াছে। ক্রেতাগণ হিলিংবাম ক্রয়কালীন শিশির মাথায় আমাদের নাম ও শিশির গায়ে ইংরাজী হরপে হিলিংবাম ও আমাদের কোম্পানীর নাম লেখা ও ব্যবস্থা পত্রে আমাদের স্বাক্ষরের ছাপ দেখিয়া লইবেন। ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে বুঝিবেন, ঔষধ জাল বুঝিতে হইবে। জালকারীকে ধরাইয়া দিতে পারিলে আমরা যথোপযুক্ত পুরস্কার দিব।

মেহের উপসর্গ যথা—প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, জ্বরভাব, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি হিলিংবাম সেবনে সত্বর আরোগ্য হয়।

প্রশংসাপত্রদানকারী কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) লেঃ কর্ণেল এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) কাপ্তেন এস, চক্রবর্ত্তী আই, এম, এস; এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, গুহং এম, ডি; (৭) আর মনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, হি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ভাল ভাল ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৩এ অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩২৭ সাল।

ভোটবল-ম্যাচ।

—০—

পাঁচ মরদ—বাচ্চা, আধা যোয়ান, ভড়-যোয়ান, আধা বুড্‌ঢা, বুড্‌ঢা আখড়ায় নামিয়াছিলেন। বুড্‌ঢা ব্যতীত কুস্তি কস্‌রতের কসুর কেহই করেন নাই। বাহবা কিন্তু একজন পাইবেন দেখ্‌নে বালা খুব আমোদ পাইল বটে কিন্তু জিৎনে বালার ক্লান্তি সারিতে অনেক সময় লাগিবে। কবীর বলিয়াছেন ঃ—

'লড়্‌নেবালা ক্যা লড়েগা জুড়ে 'এথিকা' চোট।

ডালভাত বনাম রোটি।

—০—

গত ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার রাত্রিকালে লালগোলায় সত্য সত্যই বীরে বীরে লড়াই হইয়া গিয়াছে। একবীর ভতুয়া বাঙ্গালী, অন্যবীর পশ্চিম দেশীয় বিশালবপু জনৈক ঘিউ রোটী খোর পালোয়ান। লালগোলা কৃষ্ণপুরের বিখ্যাত কুস্তিগীর শ্রীযুক্ত মাখনলাল রায় বাজীর টাকা দিয়াছিলেন। জঙ্গিপুরের সবরেজিষ্ট্রার বাবু ও লালবাগের মুন্সেফ বাবু এই কুস্তি-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালী বীরটী বাঙ্গালীর সুপরিচিত ব্যায়ামবীর মহেন্দ্র নাথ। পশ্চিমদেশীয় পালোয়ানজীর নাম এখনও শুনা যায় নাই। ৫মিনিট কুস্তির পরেই মহেন্দ্রনাথ পশ্চিমদেশীয় পালোয়ানকে পরাস্ত করিয়াছেন। এইবারে যখন কোনও দেশোয়ালী ভাই বাঙ্গালীকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিবেঃ—

'ডাল বানাবে ভাত বানাবে
পরবল কা তরকারী
মছ্‌লী মার্ মার্ ভাত বানাবে
অধম জাত বাঙ্গালী॥'

তখন কিন্তু তাহাদের পাল্টা জবাব দিবার সুযোগ আজ মহেন্দ্রনাথ আমাদিগকে দিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার।

—০—

বঙ্গরত্নে প্রকাশ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত আবুরী গ্রামটী কয়েক ঘর লোকের বাসস্থল। পূর্ব্বে গ্রামটীর অবস্থা উন্নত ছিল। বর্ত্তমানে ম্যালেরিয়ার নিগ্রহে শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত। আবুরীতে শ্রীসুরেন্দ্র রায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, প্রায় চারমাস কাল উরুস্তম্ভ রোগে ভুগিয়া কিয়দ্দিবস অগ্রে রায় মহাশয় ভবধামত্যাগ করেন; সুরেন্দ্র রায়ের ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু;—গভীর অরণ্যে যখন তাহার প্রাণান্ত হইল, তখন তাহার একমাত্র ১০বর্ষীয়া বালিকা বধুটি ভয়ে মুর্চ্ছিত হইয়াছিল—চেতনা পাইয়া দেখিল গৃহ শন্ শন্ করিতেছে ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামীর সৎকার প্রভৃতি করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগের সাহার্য্য প্রার্থনা করিতে যাইয়া দেখিল কেহই অন্তিমে মৃতের সৎকার করিতে রাজি হয় না। বড়বড়িয়া গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করেন, জানিয়া সুরেন্দ্রের স্ত্রী তথায় লোক পাঠাইয়াছিলেন,—কিন্তু কেহই আসিল না। ভয়ে শোকে ও ক্রন্দন জনিত মস্তক ঘূর্ণনে বালিকার এ সময় যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা লিখিতে গিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। একজন দূর গ্রামস্থ আগন্তুক ব্রাহ্মণ আসিয়া কৃপা পরবশতঃ মৃতদেহ টানিয়া আনিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। ঐ মৃতকায় অতঃপর নদীর তীরে তীরে ভাসিতে দেখা গিয়াছে। শৃগাল কুকুরের হৃদয়ও অপেক্ষাকৃত উত্তম? কিন্তু নরপ্রেত মানুষ গুলির বিন্দুমাত্রও হৃদয় নাই? বাস্তবিকই সমাজের উপযুক্ত নেতা না থাকায় এই দুর্দ্দশাই বহুস্থানেই হইতেছে। যোগ্য সমাজপতির তীব্র বেত্রাঘাত ভিন্ন নরকুল ক্রিমিদের অসাড় মনে চেতনা জাগান বড়ই কঠিন। হতভাগ্য পল্লিগ্রামের উন্নতির জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হওয়া অপেক্ষা আত্মমর্য্যাদা সম্পন্ন নবীন শিক্ষিত যুবকগণের দিকেই আশান্বিত মনে চাহিয়া আছি।

লোক গণনা।

—০—

একটু নামজাদা লোক হইলেই লোকে তাঁহাকে গন্তির লোক বলিয়া থাকে কিন্তু সরকার বাহাদুরের কল্যাণে দশ বৎসর অন্তর জীবিত সকল লোকেই গণনার মধ্যে স্থান পায়। তবে হিতোপদেশের নজীরে গুণী লোকের মধ্যে গণনা না হইলে তাহার মাতার বন্ধ্যা নাম ঘোচে না। যখন 'সেনসারের' কাগজে গুণী ও নির্গুণ সকলেরই নাম থাকিবে তখন আর চিন্তা নাই। আগামী ১৯২১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত যদ্যপি দেহে প্রাণ থাকে তবে আর যদি 'ইনিউমারেটরের' ভুল না হয় তবে এবার মান্য না হওয়া যা'ক গণ্য হইবার আশা সকলেই করিতে পারে। বাড়ী বাড়ী আলকাতরার নম্বর পড়িয়া গিয়াছে। ভোটের হুজুগ গেল এবার লোক গণনার হুজুগ লইয়া অনেকের কাল কাটিবে।

আণ্ডার সেক্রেটারীর দণ্ড।

—০—

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ ই, এম, গণ রাস্তায় ভুল দিক দিয়া অর্থাৎ নিজের ডান দিক দিয়া মোটর সাইকেল চালাইয়াছিলেন এবং পুলিশ মানা করা সত্ত্বেও তাহা শুনেন নাই বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার তিন টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছে। ভারতবর্ষে এ ব্যাপার—উচ্চ ইংরাজের পুলিশে জরিমানা—একেবারে নূতন।

উদ্ধৃত।

মরি কেন।

—০—

আমরা মরি কেন? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা মৃত্যু-সংখ্যা আমাদের দেশে এত বেশী কেন? একদল বলেন—আমরা মরিব না ত মরিবে কে? আমরা অনাচার ভ্রষ্টাচার; আমরা হিন্দু-শাস্ত্রের অনুশাসন মানিনা, আমরা সাহেবীনা করি চা-বিস্কুট মাংস-ডিম্ব খাই, ঠাকুর দেবতা মানি না, বার তিথি মানিয়া চলি না, আমরা মরিব না ত মরিবে কে? মরণ ত আমাদের মত ভ্রষ্টাচারের জন্যই রহিয়াছে। আর একদল বলেন—আমরা মরিব না ত মরিবে কে? আমরা পরাধীন পরমুখাপেক্ষী, পরপ্রত্যাশী, ঘোর দরিদ্র, আমাদের বাঁচিবার সাধ নাই, মুক্তির কামনা নাই—আমাদের মরণ হওয়াই ভাল। তাই বিধাতা আমাদিগকে দলে দলে মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিতেছেন।

এই ত দুই দলের কথা। আচার ব্যবহারে হিন্দুয়ানী ত্যাগ যত বেশী করিতেছি, ততই মৃত্যুর প্রকোপ আমাদের মধ্যে বেশী হইতেছে কি? কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়—বড় বাজার ও জোড়াবাগান অঞ্চলে স্ত্রীলোকের মৃত্যু-সংখ্যা প্রতি সহস্রে ৬৩ ও ৬২ এবং পুরুষের মৃত্যু-সংখ্যা প্রতি সহস্রে ৪০ ও ২৮। এই দুই অঞ্চলে মাড়োয়ারীদেরই বাস অধিক। মাড়োয়ারী পুরুষের কথা ছাড়িয়া দিই—মাড়োয়ারী রমণীরা একবারেই খাঁটি হিন্দু; তাহারা বিবিয়ানা করে না, উল বুনে না, নাটক নভেল পড়ে না, সেমিজ-ব্লাউস-জ্যাকেট পরে না। বরং পূজাপার্ব্বণ করে; দেব দ্বিজে তাহাদের অধিক ভক্তি; তাহারা গঙ্গাস্নান করে তাহারা ঠাকুরকে মানে; সাত্ত্বিক আহার করে তাহরা মোটেই বিলাতী আদব কায়দা অনুসারে চলেনা। জিজ্ঞাসা করি, তবে মাড়োয়ারী রমণীরা এত মরে কেন? তাহারা আত্মনির্ভরশীল জাতি; অর্থের তাহাদের অভাব নাই; তাহারা অনেকে লক্ষপতি; দারিদ্র্যের কশাঘাত তাহাদিগকে সহ্য করিতে হয় না; তবে তাহারা মরে কেন?

আবার এই বড়বাজার অঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যাও অত্যধিক।

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, কেবল টাকা থাকিলেই মৃত্যু-সংখ্যার আধিক্য কমাইতে পারা যায় না; ঘোর হিন্দুয়ানী করিলেও হ্রাস হইবার উপায় নাই। যদি মরণের প্রকোপ কমাইতে চাও; তাহা হইলে বাঁচিতে জানিবার উপায় নির্দ্ধারণ কর। ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের অধিবাসীরা বাঁচিবার জন্য সহস্র সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিতেছে; তাহারা সকল রকম কঠিন ব্যাধির সহিত যুদ্ধ করিতেছে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিতেছে। তাই তাহারা বাঁচে বেশী মরে কম। আর আমরা বাঁচিতে জানিনা বাঁচিবার জন্য চেষ্টাও করিনা; স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিজেরা কোনও প্রয়াস পাই না, সে জন্য কেবল গবর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকি। আমাদের খাদ্য ভেজাল; দুধ, ঘি, তেল, ময়দা, আটা সমস্ত খাবার জিনিষই ভেজাল। এমনই আমাদের শিক্ষা ও স্বজাতি প্রেম যে, আমরাই আমাদের জাতি-ভাই বা দেশ-ভাইদের খাদ্যে ভেজাল মিশাইয়া তাহাদের পরকালের রাস্তা ভাল করিয়া খুলিয়া দিই; সুতরাং আমরা মরিব না ত মরিবে কে?

কেহ কেহ বলেন—রাখিয়া দাও তোমার স্বজাতির প্রীতি। টাকা নাই, টাকা থাকিলে দেখিতাম, মৃত্যু কেমন করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করে।

মাড়োয়ারীরা ধন কুবের বলিলেই হয়। তাহাদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা তবে অধিক কেন? তাহাদের রমণী ও শিশুরা অধিক সংখ্যায় মরে কেন? আসল কথা—টাকা থাকিলেই মরণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। কারণ বাঁচিবার আগ্রহ টাকা থাকিলেই হয় না। সে আগ্রহ যদি থাকিত তাহা হইলে মাড়োয়ারীরা লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হইয়া এমন ঘন সন্নিবিষ্ট বায়ুচলাচল শূন্য অন্ধকার বাড়ীতে থাকিত না; অস্বাস্থ্যকর গলীর ভিতর থাকিয়া আপনাদের স্বাস্থ্য নষ্ট করিত না। মাড়োয়ারীরা গাভীকে ভগবতী বলিয়া থাকে, এবং গোজাতির জন্য তাহাদের প্রাণ কিরূপ কাঁদে, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। কিন্তু প্রকৃত গো-সেবা এবং বিশুদ্ধ দুগ্ধ-সরবরাহের ব্যবস্থা তাহারা এত টাকা থাকিতেও

আজ পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছ কি? মাড়োয়ারীরা এখনও পর্য্যন্ত শিশুসন্তানদিগকে খাঁটি দুধ যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে কি? শিশুরা যদি খাঁটি দুধ খাইতে পায়, তাহা হইলে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চয় অনেক কমিয়া যায়। বিপুল অর্থ থাকিতেও মাড়োয়ারী সমাজ খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে পারে না কেন?

ইহার উত্তর, তাহাদের মধ্যে সহযোগিতার অভাব। তাহাদের মধ্যে ব্যবসায়ে বা তেজিমন্দির ব্যাপারে সহযোগিতা থাকিতে পারে, টাকার বাজার একচেটিয়া করিতে তাহারা সহযোগিতার প্রয়োগ করিতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে তাহারা একেবারেই সহযোগিতা অবলম্বন করিতে পারে না। এই বিষয়ে যদি তাহাদের সহযোগিতার অভাব না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা আপনাদের নারী ও শিশু-দিগকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিত।

সহযোগিতা বর্জ্জনের অস্ত্র গভর্ণমেণ্টের উপর প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে আমাদের আপনাদের মধ্যে যাহাতে পারস্পর-সহযোগিতার ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার চেষ্টা প্রাণপণে আমাদিগকে করিতে হইবে। বাঁচিয়া থাকা, স্বাস্থ্যরক্ষা করা—ইহাই যে সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে, আমাদিগকে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ঘৃত তৈল প্রভৃতির সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে ভাল রাস্তা-ঘাট তৈয়ারী করা, জলনিকাশের ভাল রকম বন্দোবস্ত করা, বন-জঙ্গল ইত্যাদি পরিষ্কার করা, উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, ইত্যাদি কার্য্যগুলি স্বাধীনতা বা স্বরাজ-লাভের মত দুষ্কর নহে, এবং এ সকল কার্য্য করা অসম্ভব হইবে না—যদি আমাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের সহানুভূতি থাকে। এগুলি করিতে হইলে উচ্চদরের রাজনীতিক শিক্ষার প্রয়োজন নাই, গভর্ণমেণ্টের সহিত বিরোধেরও আবশ্যকতাও নাই; এ সকল কার্য্য গভর্ণমেণ্টের স্কুল কলেজ ছাড়িয়াও চলিতে পারে, না ছাড়িলেও চলিতে পারে, ওকালতি ছাড়িয়াও চলিতে পারে, না ছাড়িয়াও চলিতে পারে; সরকারী খেতাব ছাড়িয়া ও না ছাড়িয়া এ সকল কার্য্যগুলি করিতে পারা যায়। কিন্তু এ সকল কার্য্যের মূলে একটি জিনিষ আছে, তাহা—সহযোগিতা এবং তাহারও গোড়ায় আছে, নিজে বাঁচিবার ও অন্যকে বাঁচাইবার প্রকৃত ও আকুল আগ্রহ। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন শত শত কংগ্রেসে শত শত বার সহযোগিতা-বর্জ্জন-নীতির সমর্থন করিলেও আমরা মরিব, সে মরণের হাত হইতে আমা-দিগকে তেত্রিশ কোটী দেবতা একত্র হইয়াও বাঁচাইতে পারিবে না।

"সময়"

নীলামের ইস্তাহার।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফী আদালত।

নিলামের দিন ১৫ই ডিসেম্বর ১৯২০।

৭৫১ থাং ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ দেং উদয় চন্দ্র বারিক দাবি ৯৫৵৬ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে উসমানপুর ৷৷৪ কাত ৮০ আঃ ৮৲

৮০৫ থাং ডিঃ সেবাইত শ্রীমতী কৃষ্ণকুমারী দাসী দেং গোলাবন বিবি দাবি ৬৯৲ পং বহুতালী মৌজে বহুতালী ১৩৵০ কাত ১১।১০ আঃ ৩৫৲

৮৮৫ থাং ডিঃ মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী দেং রাইমোহন মজুমদরে দাবি ২০৮৵০ পং কুণ্ডরপ্রতাপ মৌজে জগতাই ২।৩৷৷ কাত ২।৵১০ আঃ ১০৲

৯৫২ থাং ডিঃ বিমলেন্দুনাথ সিংহ চৌধুরী নাবালক দিং দেং গৌর মণ্ডল দিং দাবি ২০৷৵০ পং মঙ্গলপুর মৌজে মানিকপুর ১।৩ কাত ১।৵১২ আঃ ১০৲

৯৫৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২৩।৯ পং ঐ মৌজে চাঁপাহাস ৬৵৪ কাত ৪৵৫ আঃ ১৫৲

৯৫৫ থাং ডিঃ ঐ দেং যশোদামনী দেব্যা দাবি ২৭৷৷৬ পং মঙ্গলপুর মৌজে মানিকপুর ৮৪৷৷ কাত ৩।৵৫ আঃ ১০৲

৯৫৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ধরণীধর দাস দাবি ১৭৷৷৵৩ পং মঙ্গলপুর মৌজে কদমতলা ।০ কাঠার কাত ১৮৵১০ আঃ ৫৲

৯৫৯ থাং ডিঃ রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর সি, আই, ই, দেং শচীন্দ্রনাথ রায় দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার অম্বিকাচরণ রায় দাবি ৩৫৷৷৵ ২৬৩ নং তৌজির মহাল পং সুলতানউজিয়ান মৌজে নিজ বংশবাটী ৭১৵০ জমির কাত ১৮৲ আঃ ৩০৲

৯৬১ থাং ডিঃ প্রতাপচন্দ্র সিংহ দেং ডুবু মণ্ডলানী দাবি ২৪৷৷৬ পং গনকর মৌজে চর এনাতনগর ।২৷৷ কাত ৬।০ আঃ ১০৲

নিম্নলিখিত নম্বরগুলির ডিক্রীদার সেবাইত নিত্যকালী দাসী।

৮৪৭ থাং দেং মোনাব সেখ দিঃ দাবি ২২৷৷৵৬ পং গনকর মৌজে কিং মোলাই ২৷৷০ কাত ৩৮০ আঃ ১০৲

৮৬০ থাং দেং লালজান সেখ দাবি ২৪৩ পং গনকর মৌজে চড়কা ১৷৷১ কাত ৩।১৮ আঃ ১০৲

৮৬১ থাং দেং সুবেদ সেখ দিং দাবি ১৯৫০ পং গনকর মৌজে কিঃ মোলাই ২৵০ কাত ২।৮ আঃ ১০৲

৮৬৪ থাং দেং মাথর দাস্যা দিঃ দাবি ১৭৷৷৵৯ পং গনকর মৌজে তক্ষক ৪।০ কাত ১১৮৵০ আঃ ১০৲

৮৬৬ থাং দেং মাখন দাস্যা দিঃ দাবি ১৭৷৷৯ পং গনকর মৌজে তক্ষক মাজগেড়া ১৷৷০ কাত ২৵০ আঃ ১০৲

৮৬৭ থাং দেং নেকজান বেওয়া দিঃ দাবি ৯৮৵৬ পং গনকর মৌজে মঙ্গলজোন ।৩৷৷ কাত ।৵০ আঃ ৩৲

৮৬৮ থাং দেং নবীর সেখ দাবি ৩০৮৵৯ পং গনকর মৌজে ধর্ম্মদাসপুর ৩৵০ কাত ৪৲১৫ আঃ ২০৲

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য

দান প্রাপ্তিস্বীকার।

রায় হরিপ্রসাদ ঘোষাল বাহাদুর।	৫০৲
শ্রীযুক্ত মধুসূদন সিংহ।	১০৲
নসীপুরের রাজা বাহাদুর।	৫৲

শ্রীপ্রিয়নাথ মিত্র।

নোটীস।

এতদ্দ্বারা গহণা বন্ধকদাতাগণকে জানান যাইতেছে যে তাহারা আমার জঙ্গিপুর কুঠিতে যে সকল গহণা বন্ধক দিয়াছে তাহা যদি তাহারা আগামী ৩০শে অগ্রহায়ন মধ্যে আমার আজিমগঞ্জ কুঠিতে আসিয়া মায় সুদ সমস্ত টাকা দিয়া ছাড়াইয়া না লয়, তাহা হইলে উক্ত বন্ধকী সমস্ত গহণা আগামী ১লা পৌষ আমার আজিমগঞ্জ কুঠিতে ঢোলসহরত দ্বারা নীলাম করাইয়া দেওয়া হইবে। তাহাতে তাহাদের আর কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। ইতি ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭ সাল।

শ্রীপ্রতাপ সিংহ শ্রীমাল
সাং আজিমগঞ্জ।

সম্পত্তি বিক্রয়।

জঙ্গীপুরের রেল ষ্টেশনের পশ্চিম রাঢ় গেদ্দে বাইদ্ধ্যা মহালে কাঞ্চনতলা এষ্টেটের মালিকগণের খাস জোত আগামী ১৯শে ডিসেম্বর ৪ঠা পৌষ রবিবারে উক্ত বাইদ্ধ্যা কাছারী মোকামে সর্ব্বোচ্চ ডাক নীলামে বিক্রয় হইবে। গ্রাহক-গণের অনুরোধ অনুসারে উক্ত জোত এক লাটে বিক্রয় না করিয়া খুচরা কয়েকটী লাটে বিক্রয় করা হইবে। গ্রাহকগণ উক্ত বাইদ্ধ্যা কাছারী মোকামে ঐ দিন উপস্থিত হইবেন। উক্ত জোত সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন জ্ঞাতব্য বিষয় থাকিলে পূর্ব্বে তাহা কাঞ্চনতলা কাছারী মোকামে জানিতে পারিবেন।

কাঞ্চনতলা
ধুলিয়ান পোঃ
৫-১২-২০।

শ্রীঅম্বিকাচরণ রায়
কমন ম্যানেজার এবং পার্টিশন
কমিশনর কাঞ্চনতলা এষ্টেট।

বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে গত ১০।১২।১৯২০ তারিখে জঙ্গীপুর বার লাইব্রেরীতে বাবু তারিণীপ্রসাদ ধরের বিরুদ্ধে আমার কৃত ফৌজদারী মোকদ্দমায় দাখিল জন্য আমার সম্পাদিত ও বাবু নলিনাক্ষ ভারতীর হস্তলিখিত এবং আট আনা ষ্ট্যাম্পযুক্ত একখান ওকালতনামা হারাইয়া গিয়াছে। যদি কেহ উক্ত ওকালতনামা পাইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহা আমাকে ফেরত দিলে বিশেষ উপকৃত হইব। যদি উক্ত ওকালতনামা না পাওয়া যায় তাহা হইলে উক্ত ওকালতনামার মূলে কেহ কোন কাজ করিলে তাহা নামঞ্জুর হইবে ও তাহাতে আমি বাধ্য হইব না। প্রকাশ থাকে যে উক্ত ওকালতনামার পৃষ্ঠে বাবু যোগীন্দ্রনারায়ণ দত্ত উকীলের কবুল লেখা আছে।

শ্রীহানিফ মিঞা সাং আইলেরউপর।

জবাকুসুম তৈল

গুণে অদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

দ্রষ্টব্য।

শিশি, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় অদ্য তারিখ হইতে বাধ্য হইয়া এক গ্রোস জবাকুসুম তৈলের মূল্য ১০৮৲ একশত আট টাকা, ডজনের মূল্য ৯৷৷০ সাড়ে নয় টাকা ও তিন শিশির মূল্য আড়াই টাকা ।০ শিশির মূল্য ৩।০ টাকা ধার্য্য করা হইল। এক শিশির মূল্য এক টাকা রহিল।

কল্যাণ বটিকা

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণবটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নদোষ প্রভৃতি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৵০

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;

চরক সংহিতা

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!

৵৹ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু
২—স্বাস্থ্য
৩—শক্তি

এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়

২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-ক'নের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৷৷৹ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৷৷৹ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ৷৷৵৹ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵৹ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷৷৹ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বোকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵৹ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্‌ রোজ

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায় ব্রণ, মেচেতা, ছুলি; ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয় মূল্য বড় শিশি ৷৷৹ আট আনা, মাশুলাদি ।৵৹ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৯১২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড. ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

ইলেক্ট্রিক সলিউসন্

মনুষ্যের জীবনধারণের প্রধান উপাদান বৈদ্যুতিক শক্তি বা তাড়িৎ। মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিলে মনুষ্য নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হয়, বৈদ্যুতিক শক্তির হ্রাস হইলেই মনুষ্যের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যাহাতে মানবদেহের বৈদ্যুতিক শক্তি সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার পেটাল সাহেব এই ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক বলে প্রস্তুত। ইহাতে প্রায় সমুদয় রোগই বৈদ্যুতিক বলে অতি অল্পক্ষণ মধ্যে আরোগ্য হইয়া থাকে। ধাতু দৌর্ব্বল্য, শুক্রের অল্পতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, উদরাময়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্লশূল, শিরঃপীড়া, সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, বহুমূত্র, দুঃস্বপ্ন, বাত, পক্ষাঘাত, পারদ সংক্রান্ত পীড়া, স্ত্রীলোকদিগের বাধক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, সূতিকা, শ্বেত-রক্ত প্রদর মূর্চ্ছা, হিষ্টিরিয়া, বালক-দিগের ঘুংড়ি, বালসা সর্দ্দি, কাসি, প্রভৃতির পক্ষে ইহা মন্ত্রঃপূত মহৌষধ। ডাক্তারি কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসায় যাঁহারা রাশি রাশি অর্থব্যয় করিয়াও সফলমনোরথ হন নাই, এই ঔষধে তাঁহারা নিশ্চয় সুফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহার একমাত্রা সেবনে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ, মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং শরীর নববলে বলীয়ান হইয়া উঠে। একমাস ব্যবহারের এক শিশি ঔষধের মূল্য মায় মাশুল ১।৵৹ আনা।

সোল এজেণ্ট—ডিঃ ডিঃ হাজরা।

ফতেপুর, গার্ডেনরিচ পোঃ। কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।

রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵৹ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল

রঘুনাথগঞ্জ